R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No—WB/MSD—4

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আপনার জীবনের—
প্রতিদিনের সঙ্গী
হকিন্স প্রেসার কুকার
অনুমোদিত ডিলার এবং সুদক্ষ
সার্ভিস সেন্টার
প্রভাত ষ্টোর
[দুলুর দোকান]
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ৫৩)

৭৮শ বর্ষ ৩৪শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৩০শে পৌষ বুধবার, ১৩৯৮ সাল ১৫ই জানুয়ারী ১৯৯২ সাল। | নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা বার্ষিক ২৫৲

জালিয়াতির ঘটনায় ট্রেজারীর দায়িত্ব কতটা এ প্রশ্ন সকলের মুখে মুখে

বিশেষ সংবাদদাতা : আহিরণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পে-বিলের টাকা জালিয়াতির ক্ষেত্রে জঙ্গিপুর ট্রেজারীর দায়িত্ব কতটা এ প্রশ্ন আজ সকলের মুখে মুখে। ট্রেজারী বিল পাশ করার পর যদি এত সহজে জালিয়াতি করা যায় তবে ট্রেজারী চেকিং প্রয়োজন কি—এ কথা বুদ্ধিজীবী মহলের। এক দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসারকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন—এটা সত্যিই চিন্তার ব্যাপার। কিন্তু সরকারী যে কোন বিল পাশ করার ক্ষেত্রে ডিসবারসিং অফিসারের স্বাক্ষরই যথেষ্ট এবং সে কারণে এসব বিল বিশেষ করে পে বিল চেকিং ও পাশ করার ক্ষেত্রে ঐ স্বাক্ষরকেই গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশী করে। তার উপর পে বিলের ক্ষেত্রে চেকিং এর সময়াভাবও একটি কারণ। আইনানুসারে মাসের ২২ তারিখের পরে পে বিল ট্রেজারীতে জমা দেবার কথা। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ২৮, ২৯ এমন কি ৩০ তারিখেও বিল জমা দেওয়া হয়। ১ তারিখে বেতন যাতে বিলি করা সম্ভব হয় তার জন্য মানবিকতার খাতিরে বিল পাশ করতে হয়। ফলে চেকিং এর সময় একেবারে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে খবর এই ঘটনার পর মহকুমা শাসক ট্রেজারীর বেশ কিছু কর্মীকে অন্য সেকশনে বদলী করেছেন এবং নিজের সেকশনের কর্মীদের ট্রেজারীতে নিযুক্ত করেছেন এবং ট্রেজারীতে সর্বসাধারণের অনধিকার প্রবেশ বন্ধ করতে ট্রেজারীর গেটে তালার ব্যবস্থা করেছেন। কর্মীদের হাজিরার দিকেও কড়া নজর রাখা হচ্ছে। তছরূপের ক্ষেত্রে ট্রেজারীর কোন কর্মী জড়িত কিনা তাও দেখা হচ্ছে। অন্যান্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও এই ধরনের জালিয়াতি হয়েছে কিনা সে বিষয়েও চিন্তা ভাবনা চলছে।

শেষ খবর : আহিরণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ সৌরেন্দ্রনাথ মজুমদারকে বহরমপুর জজ কোর্ট থেকে গত ১৩ জানুয়ারী জামিনে মুক্তি দিলেও ১৪ জানুয়ারী ক্লার্ক বিজয় তেওয়ারী ও হেলথ এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হিরু ঘোষালের জামিন বাতিল হয়। জঙ্গিপুরের এস ডি জে এম ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ডাক্তার, ক্লার্ক ও হেলথ এ্যাসিষ্ট্যাণ্টকে আগামী ১৮ জানুয়ারী পর্যন্ত জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন গত ৪ জানুয়ারী।

মির্জাপুরের রেশম শিল্পীরাও অবহেলায় ধুঁকছে

বিশেষ প্রতিবেদক : মির্জাপুরের জনৈক রেশম শিল্পী বাবলু বান্ধ্যা রেশম শিল্পের রুগ্নতার কথা বলতে গিয়ে জানালেন—আমাদের জন্য সরকার কিছু করছেন না, আমরা না খেয়ে মরে যেতে বসেছি। অথচ পাঁচ বছর আগেও মির্জাপুরের রেশম শিল্পের একটা রমরমা বাজার ছিল। ১৯৮৫-৮৬ সালের রপ্তানি নীতিতে রেশম সুতো রপ্তানির যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তার প্রতিকূল প্রভাব পড়েছে এতদিন পরে এখানকার রেশম শিল্পে। বর্তমানে এই গ্রামে ৭০০ তাঁতকল। এর মধ্যে ২৬৬টি তাঁত চারটি কোঃ অপারেটিভের অধীনে। ১২টি তাঁত একটি ট্রাষ্টি বোর্ড বিজয়পুর শিল্ক খাদী সেবা সংস্থার অধীনে। কেবলমাত্র ১০২টি তাঁত আজ সচল রয়েছে। অন্যান্য তাঁতগুলি নিজেদের রক্ষা করতে কোনরূপে ন্যূনতম মজুরীর অনেক কম মজুরীর হারকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

মাধ্যমিকের ফরম পূরণ নিয়ে গণ্ডগোলে ছাত্রনেতা ও অভিভাবক গ্রেপ্তার

ফরাক্কা : স্থানীয় ব্যারেজ হাই স্কুলে মাধ্যমিকে সেন্ট আপ পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণের দিনে ছাত্র, অভিভাবক ও স্কুল কর্তৃপক্ষের মধ্যে গণ্ডগোল বাধে। খবর এ বছরই প্রথম ২১ জন ছাত্রকে টেষ্ট পরীক্ষার পর অনুপযুক্ত হিসাবে ফেল করানো হয়। দীর্ঘ ২৫ বছর এই স্কুলের প্রথা অনুযায়ী দশম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে মাধ্যমিক পরীক্ষাতে বসার সুযোগ দেওয়া (শেষ পৃষ্ঠায়)

অনুমতি না নিয়ে সরকারী লঞ্চ ভাড়া খাটলো

বিশেষ সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ উৎসবের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অনুরোধক্রমে ফরাক্কা ব্যারেজের মেরিন বিভাগ থেকে একটি লঞ্চ জলঙ্গীর মহকুমা শাসকের নামে এ্যালট করা হয় নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। কিন্তু সময় অতিক্রান্ত হলেও লঞ্চটি ফিরে না আসায় মেরিন বিভাগ অস্বস্তিতে পড়েন। এদিকে গঙ্গাভাঙ্গন প্রকল্পে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বেসরকারী সঞ্চয় সংস্থার ডিরেক্টর গ্রেপ্তার

ধুলিয়ান : গত ১১ জানুয়ারী 'কৃষক বন্ধু ফাইন্যান্স এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট (ইণ্ডিয়া) লিঃ' এর ডাইরেক্টর ও দু'জন কর্মীকে পুলিশ প্রবঞ্চনার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। খবর ঐ সংস্থাটি স্থানীয় জুবের আলি মহালদারের বাড়ীর দোতলায় (গত: রেজিষ্ট্রেশন নং ২১-৪৬৪০৮/৮৯) চলছিল। হঠাৎ নাকি ঐ সংস্থার পরিচালকবৃন্দ রাতের অন্ধকারে শহর ছেড়ে পালিয়ে যান। খবর পেয়ে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে পৌষ বুধবার ১৩৯৮ সাল

গো অব্ দ্য ডে

একই হেডে দুইটি বিল পাশ করাইবার ঘটনা। স্থান—জঙ্গিপুর ট্রেজারী। তারিখ—প্রথম বিলটি ১৬,৬৬৬ টাকার গত ২৮ ডিসেম্বর এবং দ্বিতীয় বিলটি ১৬,৭৪৬ টাকার গত ৩০ ডিসেম্বর। সংশ্লিষ্ট—আহিরণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার, ক্লার্ক ও হেলথ এ্যাসিষ্টান্ট। ঘটনাপ্রবাহ—ট্রেজারীর ভারপ্রাপ্ত সুশান্ত দাস কর্তৃক ট্রেজারী অফিসারের গোচরে আনয়ন, তৎপর মহকুমা শাসকের অবগত হওন, বিল দুইটির পেমেন্ট স্থগিতকরণ ইত্যাদি। আপাততঃ উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ সৌরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ক্লার্ক বিজয় তেওয়ারী এবং হেলথ এ্যাসিষ্ট্যান্ট হীরু ঘোষালকে গ্রেপ্তারকরণ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির ক্লার্ক বলিয়াছেন যে, ২৮ ডিসেম্বর যে বিল জমা দেওয়া হয়, তাহাতে ডিডাকসনে গ্রুপ ইন্সিওরেন্সের টাকায় ভুল ছিল বলিয়া তিনি ৩০ ডিসেম্বর ডুপ্লিকেট অপর একটি বিল ট্রেজারীতে জমা দেন এবং ঐ সঙ্গে পূর্ব্বের বিল বাতিল করিতে অনুরোধ জানান। পরে মহকুমা শাসক যে তদন্ত করেন, তাহাতে দেখা যায় যে, উভয় তারিখের বিলে বহু নামের গোলমাল রহিয়াছে। ভুয়া বিল পাশ করাইয়া অর্থ আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা বলিয়া সন্দেহ ঘনীভূত হইতে থাকে। যতটুকু তদন্ত হইয়াছে তাহাতে গত ১৯৯০ সাল হইতে মাসিক বেতনের দুইটি করিয়া বিল কায়দা করিয়া পাশ করান হইয়াছে এবং প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করা হইয়াছে বলিয়া খবরে জানা গেল।

উপরিলিখিত বিষয় সম্বন্ধে যে সংবাদ আমাদের পত্রিকায় ৮ই জানুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে ডাক্তার, ক্লার্ক ও হেলথ এ্যাসিষ্ট্যান্টের জামিনের আবেদন কোর্ট হইতে খারিজ করা হইয়াছে। এতদিনে তাহা মঞ্জুর করা হইয়া থাকিতে পারে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সন্দেহ করা হইয়াছে যে, নবাগত ডাক্তারবাবুর অজ্ঞানতা বা অনবধানতার সুযোগ লইয়া ক্লার্ক ও হেলথ এ্যাসিষ্ট্যান্ট যোগসাজস করিয়া হয়ত বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছেন। স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির পেমেন্ট বিষয়ক খাতাপত্র সীল করিয়া অফিস ঘর সীল করা হইয়াছে। মহকুমা শাসক গত ২রা জানুয়ারী এ জি বেঙ্গলকে বিশেষ তদন্তকারী দল কর্তৃক তদন্তের অনুরোধ জানাইয়া রেডিওগ্রাম করিয়াছেন।

আপাততঃ নাটকটির প্রথম খণ্ডের যবনিকা পতন হইল, অতঃপর দ্বিতীয় খণ্ডের জন্য পাঠকদের আগ্রহাকুল প্রতীক্ষা রহিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে ১৯৯০ সাল হইতে নাকি উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বেআইনী অর্থলাভের ক্রিয়াকলাপ চলিতেছে বলিয়া খবরে জানা যাইতেছে। কিন্তু ভুয়া বিল পাশ করাইবার ব্যাপারটি ট্রেজারীর এতদিনে সন্দেহ হইল কেন? একইভাবে ভুয়া বিল পাশ করাইতে গেলে ত ট্রেজারীর গোচরে আসিবার কথা। তবে যদি ভারপ্রাপ্ত ট্রেজারী কর্মী সুশান্তবাবুর মত বিচক্ষণ না হন ত অন্য কথা। অর্থ আত্মসাতের প্রকাশিত সংবাদটি নিতান্ত নগণ্য মাত্রায়। সারা দেশে কত কোটি টাকা গলাইয়া যাইতেছে, তাহার সংবাদও পাওয়া যায়।

বস্তুত কাজকর্মে ন্যায়নিষ্ঠা যেমন প্রায় দুই দশক হইতে চলিয়া গিয়াছে, তেমনি অর্থাদি আত্মসাৎ করিবার বিবিধ প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হইয়াছে। শফরী ধৃত হয়, বোয়ালাদি বহাল তবিয়তে বিরাজ করেন প্রোটেকশনের কল্যাণে।

সাক্ষরতা প্রসারে পদযাত্রা

জঙ্গিপুরঃ জঙ্গিপুর পুরসভার উদ্যোগে সাক্ষরতা অভিযান উপলক্ষ্যে প্ল্যাকার্ড-ফেষ্টুন হাতে ছাত্র-ছাত্রীদের সুদৃশ্য পদযাত্রায় প্রায় ৫ হাজার মানুষ শহর পরিক্রমা করেন গত ৮ জানুয়ারী। জঙ্গিপুর হাই স্কুলের, বালিকা বিদ্যালয়, সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীরা ছাড়া বিভিন্ন ক্লাব মিছিলে অংশ নেন। পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য বলেন, একবিংশ শতাব্দীতে নিরক্ষরতা দূর করে আমাদের জাতীয় কলঙ্ক মুছে ফেলতে সর্বস্তরের মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দরকার। বিধায়ক আব্দুল হকও পদযাত্রায় হাঁটেন। পদযাত্রার শেষে জঙ্গিপুর গণনাট্য সংঘ সাক্ষরতার পক্ষে সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি সুন্দর গান পরিবেশন করেন।

ক্রিকেট টুর্ণামেন্ট

জঙ্গিপুর : মহাবীর সংঘ আয়োজিত ১২ দলের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় ফরাক্কা ক্রিকেট ক্লাব রঘুনাথগঞ্জ ডায়মণ্ড এ্যাথলেটিক ক্লাবকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। ফরাক্কার ৩০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪৩ রানের জবাবে ডায়মণ্ড ২৮ ওভারে ১০৮ রানে সমস্ত উইকেট হারায়। ফরাক্কা উইনার্স এবং ডায়মণ্ড রানার্স আপ ট্রফি লাভ করে। সমস্ত খেলায় ম্যান অব দি সিরিজ—রোহন সিনহা (ডায়মণ্ড), সেরা ব্যাটসম্যান—অসিত সরকার (ফরাক্কা), সেরা বোলার—সমীর সিংহ রায় (ডায়মণ্ড), সেরা উইকেটকিপার—দেবব্রত সাহা (মহাবীর সংঘ), সেরা ফিল্ডার—বিকাশ কর্মকার (ডায়মণ্ড) মনোনীত হন। গত ২২ ডিসেম্বর প্রতিযোগিতা শুরু এবং শেষ হয় ১১ জানুয়ারী। বড়বাগান মাঠে প্রতিটি খেলা প্রচুর দর্শক উপভোগ করেন।

রেলের ডিভিসন্যাল ম্যানেজার সাগরদীঘিতে

সাগরদীঘিঃ গত ১২ জানুয়ারী রেলের ডিভিসন্যাল ম্যানেজার মিঃ মালহোত্রা সাগরদীঘি পরিদর্শনে এলে কতকগুলো দাবীর ভিত্তিতে তাঁর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এঁদের নেতৃত্বে ছিলেন অজয় ভকত, শঙ্কর ভকত ও গৌতম ব্যানার্জী। দাবীগুলোর মধ্যে ছিল ষ্টেশন ওয়েটিং রুমটি আর পি এফের দখলে থাকায় যাত্রীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা, ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে ইউরিন্যাল ও ল্যাটরিনের ব্যবস্থা করা। জনসাধারণের পক্ষ থেকে আরোও জানানো হয় যে আজিমগঞ্জ নলহাটী ট্রেনের কামরাগুলিতে প্রস্রাবখানাগুলি সীল করে দেওয়া হয়েছে, ঐগুলি খুলে দিতে হবে। রেল কর্তৃপক্ষ বলেন ঐ ট্রেনগুলিতে কয়লা পাচারকারীরা প্রস্রাবখানা নোংরা করে দেন তাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জনপ্রতিনিধিরা এ বক্তব্যে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাঁরা সত্বর প্রতিকারের দাবী জানান।

বাগানে বিধবার মৃতদেহ উদ্ধার

জঙ্গিপুর : গত ৬ জানুয়ারী থেকে কুলগাছি গ্রামের জনৈকা বিধবা চানকা মণ্ডলকে পাওয়া যাচ্ছিল না। চানকার শ্বশুরবাড়ী লালগোলা থানার পাহাড়পুরে। স্বামী সীতানাথ মণ্ডল মারা যাবার পর চানকা শ্বশুর শাশুড়ীর সঙ্গে না থেকে কুলগাছিতে একটি ঘর করে বাস করতে থাকে। জানা যায় কুলগাছির জনৈক মাহাতাব সেখের সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠে। নিখোঁজ হবার আগে সে নাকি মাহাতাবের সঙ্গে দেখা করতে যায়। এর পর থেকেই তার খোঁজ পাওয়া যায় না। ৭ জানুয়ারী একটি বাগানে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। পুলিশের সন্দেহ তাকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে। তদন্ত চলছে। মাহাতাব আত্মগোপন করেছে।

রাজ্যের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নব ভারত স্পোর্টিং আবার শীর্ষে

জিরাটপুর : গত ২৯ ডিসেম্বর সল্টলেক ষ্টেডিয়ামে যে রাজ্য গ্রামীণ খো খো প্রতিযোগিতা হয় তাতে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে ৪ জন মনোনীত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ৩ জনই নব ভারত স্পোর্টিং ক্লাবের। এঁরা হলেন তারকনাথ দাস, সুশান্ত কেঠা ও সীমা সেন। ওপেন রাজ্য এ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতায় রাজ্য মান অতিক্রম করে এই জেলা থেকে ৬ জন এ্যাথলেটিক্স মনোনয়ন পেলেন। এঁদের মধ্যে ২ জন নব ভারত স্পোর্টিং ক্লাবের এঁরা হলেন আজার সেখ ৮০০ মিঃ ও ১৫০০ মিঃ দৌড় গ্রুপে এবং সুজিত পাল শর্টপুট, ডিসকাস ও জেভেলিন থ্রোতে প্রথম হয়ে মনোনীত হন।

বিনা ব্যয়ে চক্ষু অপারেশন শিবির

ধুলিয়ান : গত ২৮ ডিসেম্বর বাসুদেবপুর যুব কল্যাণ সমিতির পরিচালনায় চাচণ্ড বাসুদেবপুর জালালদিপুর হাই স্কুলে বিনা ব্যয়ে একটি চক্ষু অপারেশন শিবিরের উদ্বোধন হয়। শিবির চলে ২ জানুয়ারী পর্যন্ত। উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন সামসেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইমদাদুল হক। মালদা সেন্টজন অ্যাম্বুলেন্সের সহযোগিতায় মালদার চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ দেবাশীষ মুখার্জী ৯৩ জন মহিলা ও পুরুষের চোখে অস্ত্রোপচার করেন। এদের মধ্যে পুরুষ ছিলেন ৪০ ও মহিলা ৫৩ জন।

ছাত্র সংসদ গঠন

জঙ্গিপুর : কলেজ ছাত্র সংসদ গঠিত হল গত ২ জানুয়ারী। সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন দেবাশীষ সিংহ রায়, সহসভাপতি তোরাব আলী খাঁ। উল্লেখ্য, ২য় বর্ষের (বি, এ/সাম্মানিক) ছাত্রী চন্দ্রাণী সিংহ রায় প্রতিনিধি নির্বাচনে সর্ব্বোচ্চ ভোটে জয়লাভ করে সাহিত্য সম্পাদকের পদ লাভ করেন।

'প্রতিশ্রুতি'র সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

রঘুনাথগঞ্জ : প্রতিশ্রুতি আবৃত্তি অনুশীলন কেন্দ্রের ৫ম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে স্থানীয় রবীন্দ্র ভবনে গত ৭ ও ৮ জানুয়ারী এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্বনামধন্য আবৃত্তিকার দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। পরে প্রতিষ্ঠানের সভ্যসভ্যাদের দ্বারা আবৃত্তি, আলেখ্য, নৃত্য, কবিতা ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়। দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবগম্ভীর আবৃত্তি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। প্রথম দিনের শেষ পর্যায়ে দূরদর্শনখ্যাত ব্রতী বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের যৌথ আবৃত্তি, শ্রুতি নাটক ও গান দর্শকদের মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে দেবদুলালবাবু বলেন 'দাদাঠাকুরের দেশে আবৃত্তি করতে এসে আমি গর্বিত'। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিন অনিবার্য্যকারণে অভিজিৎ সরকার এবং অসিত সমাদ্দার উপস্থিত না হতে পারলেও প্রতিষ্ঠানের সভ্যসভ্যাদের দ্বারা কাব্যনাট্য, আবৃত্তি, শ্রুতিছড়া নাটিকা পরিবেশন করা হয়। শ্রুতি নাটকে 'অনামিকা' নাট্যগোষ্ঠীর মায়া সরকার এক দশক পরও শ্রোতাদের মুগ্ধ করে দেন। উল্লেখ্য অনুষ্ঠান পরিচালনায় জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাবের তরফ থেকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

জেলা সাংবাদিক সংঘের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুর্শিদাবাদ জেলা সাংবাদিক সংঘের পক্ষ হতে এক প্রতিনিধি দল গত ১৯ ডিসেম্বর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের কাছে এক ডেপুটেশন দেন। এই ডেপুটেশনে মূল বিষয় ছিল ক্ষুদ্র সংবাদগুলিতে সরকারী বিজ্ঞাপন কমিয়ে দেওয়া সংক্রান্ত। সংঘ এ ব্যাপারে প্রতিকারের দাবী জানিয়ে স্মারকপত্র দিলে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক বিজ্ঞাপন কম দেওয়ার কথা স্বীকার করেন ও প্রতিকারের আশ্বাস দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সাবিত্রীপ্রসাদ গুপ্ত, অপূর্ব ভট্টাচার্য্য, অমলেন্দু সরকার, দীপঙ্কর চক্রবর্তী ও প্রাণরঞ্জন চৌধুরী।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহতা

* কুড়ি বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা মোট যা হয়েছিল, এখন প্রতি বছরে বৃদ্ধির পরিমাণ তাই।
* চলতি হারে চললে ২১০০ সালে ভারতের জনসংখ্যা হবে বর্তমান চীনের জনসংখ্যার পাঁচগুণ।
* জনসংখ্যার ফলেই লুপ্ত হতে বসেছে কুড়ি হাজার প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ।
* জন বিস্ফোরণে কৃষি ও বসতি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় অরণ্য ধ্বংস হয়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে বসেছে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে খাদ্য সরবরাহে বিধায়কের ভাই

সাগরদীঘি : স্থানীয় সন্তোষপুরের ফজলুল হক ও মানিক সেখ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে খাদ্য সরবরাহের ঠিকাদার ছিলেন। হঠাৎ ১ জানুয়ারী থেকে তাঁদের কিছু না জানিয়ে ঐ ভার দেওয়া হয় স্থানীয় বিধায়কের ভাই দেবকান্ত দাসকে। উল্লেখ্য ফজলুস হক গ্রাম পঞ্চায়েতের সি পি এম দলভুক্ত সদস্য।

জেলার বিড়ি শ্রমিকদের প্রতি

মুর্শিদাবাদ জেলার বিড়ি শ্রমিক পুরুষ ও মহিলাদের স্থানীয় বি, ডি, ও অফিসের মিনিমাম ওয়েজ ইন্‌সপেক্টর অথবা মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যনির্ব্বাহী অফিসার এর নিকট হইতে তাহাদের পরিচয়পত্র সংগ্রহের জন্য জানানো হইতেছে। এই পরিচয়পত্র বিড়ি শ্রমিক হিসাবে তাহাদের সরকার কর্তৃক একমাত্র স্বীকৃত নথি। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক দেয় সমুদয় সুযোগ সুবিধা পাওয়ার হকদার এই পরিচয়পত্রধারী শ্রমিকেরা।

সুযোগ সুবিধাগুলি হলো

১। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার স্টাইপেণ্ড
২। প্রাথমিক ছাত্রদের পোষাকের অনুদান
৩। বিভিন্ন চিকিৎসার ব্যবস্থা ও হাত খরচ
৪। টি বি রোগীর ক্ষেত্রে স্যানেটোরিয়াম যাবার ব্যবস্থা
৫। গৃহ ঋণ সাত হাজার টাকা বিনা সুদে
৬। চশমা তৈরীর অনুদান
৭। মহিলা শ্রমিকদের গর্ভবতী হওয়াকালীন ভাতা ২৫০ টাকা দুইবার
৮। দলবদ্ধভাবে স্বাস্থ্যকর স্থানে বিনা খরচে হাত খরচ সহ ভ্রমণের সুযোগ (পুরী) প্রভৃতি।

এই পরিচয়পত্র সংগ্রহের জন্য শ্রমিকদের ছবিসহ আবেদন করিতে হইবে—উপরিউক্ত আধিকারিকদের নিকট—একক অথবা যৌথভাবে নির্ভরশীল পুত্র কন্যাদের নাম ও বয়সসহ কাহার কাছে কাজ করিতেছেন নাম ঠিকানা দিয়া দিবেন।

বিশদ বিবরণের জন্য রাজ্য বা কেন্দ্রীয় শ্রম কল্যাণ দপ্তরে যোগাযোগ করুন।

স্বাঃ জেলা শাসক, মুর্শিদাবাদ

শ্রীসোহল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জি এম হলেন

নবারুণ ঃ ফরাক্কা বৃহৎ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সূত্রে জানা যায় এ্যাডিশনাল জি এম শ্রীজি এন সোহল ঐ প্রোজেক্টের জেনারেল ম্যানেজারের পদে প্রোমোশন পেয়ে কার্যভার গ্রহণ করলেন এই জানুয়ারী থেকে। ১৯৬৭ সালে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ গ্রাজুয়েট হয়ে শ্রীসোহল ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিঃ এ যোগ দিয়ে জুন ১৯৭১ পর্যন্ত সেখানে কাজ করেন। এর পর জুলাই ১৯৭৭ এ তিনি এন টি পি সিতে কাজে যোগ দেন এবং এন টি পি সির বিভিন্ন বিভাগে সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। সিংরৌলি ৫০০ এম ডাবলু ইউনিট এবং বিন্ধ্যাচলের ২১০ এম ডাবলু ইউনিট নির্মাণে তাঁর দক্ষতার সাক্ষর রাখেন। এর পর ফরাক্কা সুপার থারমাল পাওয়ার প্রোজেক্টে এ্যাঃ জি এম পদে যোগদান করে মাত্র চোদ্দ মাসেই এই প্রোজেক্টে ৫০০ এম ডাবলু ইউনিট নির্মাণেই শুধু নয় প্রোজেক্টের বিভিন্ন কর্ম পরিচালনায় সুনাম অর্জন করে জি এম পদে ১৯৯২ এর শুরুতেই প্রোমোশন পেলেন। আমরা আশা করি তাঁর পরিচালন দক্ষতায় ফরাক্কা বৃহৎ তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সফলতার শীর্ষে আরোহণ করবে।

ডিরেক্টর গ্রেপ্তার (১ম পৃষ্ঠার পর)

বেশ কয়েকজন বেকার যুবক ঐ সংস্থার বোর্ড ডাইরেক্টর ও দুজন অফিস কর্মচারীর বিরুদ্ধে সামসেরগঞ্জ থানায় এফ আই আর করেন। এফ আই আর নং ২/৯২ তাং ৪-১-৯২। এ ব্যাপারে থানা ১ জন মহিলা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। মহিলার নাম নুরবানু বিবি স্বামী আজিজুর রহমান ব্রাহ্মণীগ্রাম, পোঃ সাগরদীঘি। খবর সংস্থার কর্তৃপক্ষ ঐ সব বেকার যুবকদের চাকরী দেবার প্রলোভন দেখিয়ে ৫০ হাজার টাকার মত জামানত জমা রাখেন। তিনজন ছাড়া বাকী সকলেই পলাতক

ক্লাব সভ্যদের কেলোর কীর্তি

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত সপ্তাহে স্থানীয় এক ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের সভ্য বলে পরিচিত বেশ কিছু বিকৃতরুচির যুবক শারীর চর্চার নামে ক্লাব ঘরের মধ্যে নিজেদের শারীরিক ক্ষুধা মেটায়। খবর, ঘটনার দিন সন্ধ্যেয় একটি মেয়েকে ক্লাব ঘরে ঢুকিয়ে ৫/৬ জন পরপর ধর্ষন করে। মেয়েটির চিৎকারে জঘন্য ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে ক্লাব কর্তৃপক্ষ নাকি অপরাধীদের সভ্যপদ বাতিল করেন। ক্লাবের সুনাম ও অপরাধীদের ভবিষ্যৎ মনে রেখে নাম প্রকাশ বন্ধ রাখা হলো।

সরকারী লঞ্চ ভাড়া (১ম পৃষ্ঠার পর)

ভিডিও ফিল্ম তোলার জন্য লঞ্চের দরকার থাকায় অন্য লঞ্চ দেওয়া হয়। মুর্শিদাবাদ উৎসব থেকে দেরীতে লঞ্চটি ফিরে এলে তার চালক ও ক্লিনারকে খোঁজ করা হলে তারা জানান 'মুর্শিদাবাদ উৎসব' উপলক্ষে গঙ্গা ভ্রমণে উৎসাহীদের পক্ষে লঞ্চটিকে ১৫ টাকা হারে খোসবাগ থেকে বরানগর পর্যন্ত ভাড়া খাটানো হয়। তার প্রমাণ স্বরূপ ড্রাইভার মেরিন বিভাগের ইঞ্জিনীয়ারকে কিছু যাত্রী টিকিট জমা দেব বলে খবর।

লোভনীয় জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা পল্লীতে পুরসভার সদর পীচ রাস্তার উপর পণ্ডিতের বাগানের সামনের অংশের কিছুটা জায়গা দেড় বা দুই কাঠা প্লটে বিক্রী করা হবে। যোগাযোগ করুন—

জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ
অথবা সনৎ ব্যানার্জী, রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা

সুবিধাজনক ও সহজ কিস্তিতে সাইকেল, টিভি, রিক্সা, স্কুটার ইত্যাদি দেওয়া হয়।

যোগাযোগ কেন্দ্র ঃ

শর্মিষ্ঠা ফাইনান্স লিঃ

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৪৯৭২৫

রেজিঃ এবং হেড অফিস
দরবেশপাড়া ঃ রঘুনাথগঞ্জ ঃ মুর্শিদাবাদ

এ. মুখার্জী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

অবহেলায় ধুঁকছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রত্যেকেই মহাজনদের উপর এমন-ভাবে নির্ভরশীল যে মজুরী বৃদ্ধির জন্য কোন রকম চাপ সৃষ্টি করতে সাহস পায় না। এ ব্যাপারে ১৯৯০ সালে রাজ্যব্যাপী মজুরী বৃদ্ধির যে সম্মেলন হয় তাতে তৎকালীন নেতৃবর্গ মজুরী বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিলেও আজ পর্যন্ত কোন মজুরী বৃদ্ধি হয়নি। ব্যবস্থাপনার অদক্ষতার জন্য আজ মির্জাপুর রেশম বয়ন শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ অচল। ব্যাবস্থাপকরা সিফ্‌ট সিস্‌টেমে কাজ না চালু রাখায় ১৮০ জন কোঃ অপারেটিভের তাঁতি সারা বছর ধরেই কোঃ অঃ প্রাপ্ত মজুরী থেকে বঞ্চিত। এ ব্যাপারে পঃ বঃ তাঁত শ্রমিক ইউনিয়নের জেলা কমিটির সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র গোঁচিকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'সিফ্‌ট সিস্‌টেম' এর কথা আমরা চিন্তা করিনি। তবে এ প্রস্তাবের ব্যাপারে তিনি চিন্তা ভাবনা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

তিনটি প্রধান কারণে আজ এখান-কার তাঁত শিল্প ধুঁকছে। প্রথমতঃ যথাযথ অর্থের অভাব, দ্বিতীয়তঃ কাপড় ক্রেতাদের অর্থ পরিশোধে টালবাহানা এবং তৃতীয় সবব্যাটি হলো সৃষ্টি সুতোর অভাব। প্রধানতঃ দুটি কারণে আজ এই শিল্পে রেশম সুতোর অভাব দেখা দিয়েছে। প্রথমতঃ প্রাকৃতিক কারণে পোলু শোকা বিনষ্ট এবং দ্বিতীয় কারণটি হল কেনা সুতো পার্শ্ববর্তী বাংলা-দেশে চড়া দামে পাচার হয়ে যাওয়া। সুতো বাংলাদেশে পাচারের ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে জানতে চাওয়া হলে উত্তর আসে উপযুক্ত প্রমাণাভাবে এবং আইনের ফাঁক দিয়ে পাচারকারীরা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডারগুলোতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে সুতো পাচার বন্ধ করা যাবে না। অন্য দিকে মহাজনদের একাংশ তাঁতিদের অবস্থা বুঝলেও মজুরী বৃদ্ধিতে অক্ষম। তাঁদের বক্তব্য সুতোর মূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি না পাওয়ায় মুনাফার সীমা কমে গেছে। ফলে মজুরী বৃদ্ধি সম্ভব হচ্ছে না।

এই সব সমস্যা থেকে যে নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তা হল কাপড়ের গুণগত মানের হ্রাস। এর মূল কারণ, তাঁতিদের কাপড় বুনতে গিয়ে বাটা বাবদ যে অর্থ মহাজন-দের দিতে হয় তা পুষিয়ে নিতে কাপড় উৎপাদনের সময় কম সুতো দিয়ে কাপড় বোনা এবং তার ফলে যে উদ্‌বৃত্ত সুতো পাওয়া যায়, তার দ্বারা অতিরিক্ত কাপড় তৈরী করে সস্তা দরে বিক্রি করে বাট্টার অর্থ যোগাড় করা হয়। ঐ ভাবে অর্জিত অর্থকে তাঁতিরা 'নগদান' আখ্যা দিয়ে থাকে। ঐ নগদান থেকে বাট্টা প্রদান করার পর যা থাকে তা জীবনের আনুসঙ্গিক ব্যয় নির্বাহে কিছুটা সাহায্য করে। সুতোর বর্তমান অভাব এবং কালোবাজারীর ফলে অস্বাভাবিক দামের বৃদ্ধি রোধ করার জন্য পঃ বঙ্গে যথাযথ 'সুতো ব্যাঙ্ক' গঠন করা হয়নি। এর সুযোগে চোরাকারবারীরা সহজেই সুতোর অভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। জনৈক গ্রামবাসী স্পষ্ট-ভাবে বললেন, হ্যাণ্ডলুম সংস্থাগুলো মির্জাপুরকে কেবল 'প্রোডাকশান সেণ্টার' এ পরিণত করেছে। বিজয় বাঘিড়া, খগেন মণ্ডল প্রত্যেকেরই একই বক্তব্য—এ ভাবে চললে ভবিষ্যতে আমাদের সমস্ত কিছু আস্তে আস্তে বিক্রি করে পথে বসা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকবে না।

অভিভাবক গ্রেপ্তার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হতো। তাই এর প্রতিবাদে ৫ জানুয়ারী স্থানীয় ছাত্র পরিষদ নেতা অক্ষয় সরকার, তাঁর ক'জন সঙ্গী ও কয়েকজন অভিভাবক প্রিন্সিপ্যাল হরিশচন্দ্র রায়কে ঘেরাও করেন। তাঁদের সঙ্গে প্রিন্সিপ্যালের বাক-বিতণ্ডা চলাকালীন ছাত্রনেতা ও অভিভাবকেরা নাকি ক্ষুব্ধ হয়ে ট্রাবুলেশন শীটসহ বেশ কিছু ফর্ম ছিঁড়ে ফেলেন। প্রিন্সিপ্যাল থানায় খবর দিলে পুলিশ ছাত্রনেতা, সঙ্গী ও এক অভিভাবককে গ্রেপ্তার করে ৬ জানুয়ারী জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেন।

নতুন বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহরের গোডাউন কলোনীতে দু'কাঠা জমির উপর প্রায় সম্পূর্ণ নতুন বাড়ী বিক্রয় হইবে। সত্বর যোগাযোগ করুন—
শ্রীদুর্গা প্রেস, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।